••••●হযরত আমর ইবনুল জামুহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ●•••

সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইবনুল জামুহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।
প্রিয় উপস্থিতি আমর ইবনুল জামুহ তিনি ছিলেন জাহেলী যুগের ইয়াসরিবের একজন বিখ্যাত নেতা,
বনু সালামা গোত্রের সর্দার এবং মদিনার অন্যতম দানবীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগের বড় বড় নেতার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা প্রত্যেকে নিজ বাড়িতে নিজের জন্য একটি আলাদা দেবীমূর্তি রাখতো সকাল-বিকাল তার আশীর্বাদ নেওয়া, বিভিন্ন মৌসুমে তার নামে পশু বলী দেওয়া এবং বিপদআপদে পড়লে তার কাছে মুক্তি চাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমর ইবনুল জামুহের দেবীমূর্তিটির নাম ছিল মানাত।যা তিনি তৈরি করেছিলেন দামী ও উত্তম কাঠ দিয়ে। এ দেবীর জন্য তিনি ছিলেন খুব উদারহস্ত। তিনি নিজেই এই দেবী মানাতের বিশেষ যত্ন নিতেন,রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন, তেল,চন্দন, আতর-সুগন্ধি দিয়ে তার আশেপাশে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে রাখতেন। তখন আমর ইবনুল জামুহ জীবনের স্বাদ বসন্ত অতিক্রম করছিলেন যখন ইসলামের দাওয়াত পেয়ে প্রথম সুসংবাদবাহী মুসআব ইবনে উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে ইয়াসরিবের বাড়িঘর গুলো একটি একটি করে ঈমানের আলোতে জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল। তার হাতে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন আমর ইবনুল জামুহের তিন পুত্র মু'য়াওয়াজ,মু'য়াজ ও খাল্লাদ আর তাদেরই এক খেলার সঙ্গী মু'য়াজ ইবনে জাবাল এবং তাদের সঙ্গে ঈমান গ্রহণ করলেন তাদের মা হিন্দ।অথচ আমর ইবনুল জামুহ তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। আমর ইবনুল জামুহের স্ত্রী হিন্দ ভাবছিলেন যে ইয়াসরিবের বেশিরভাগ মানুষই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। এবং শীর্ষস্থানের ও নেতৃবৃন্দদের মধ্যে থেকে তার স্বামী এবং অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই শিরকের উপর অটল থাকে নি। তিনি স্বামীকে মহব্বত করতেন,শ্রদ্ধা ও করতেন।ফলে তার মধ্যে আশংকা জাগতো যে তিনি যদি ঈমান গ্রহণ না করে কুফরির উপর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তো নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। একই সময় আমর ইবনুল জামুহ মনে মনে আশংকা করছিলেন নিজের পুত্রদের ধর্মচ্যুতি নিয়ে।আশংকা হচ্ছিল যে তারা হয়তো বাপ দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দা'ঈ মুসআব ইবনে উমাইর এর অনুসরণ শুরু করে দিবে।তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বহু মানুষকে নিজ ধর্ম হতে বের করে এনে মুহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন।ফলে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,হে হিন্দ! তোমার পুত্রদের ব্যাপারে একটু সাবধান থেকো,তাদের ব্যাপারে সর্তক দৃষ্টি রেখো। তারা যেন এই লোকটি অর্থাৎ মুসআব ইবনে উমাইর এর সাথে কোনো সম্পর্কে না জড়ায়। যতদিন পর্যন্ত আমি তার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নিব ততদিন তুমি একটু বিশেষভাবে সর্তক থেকো।স্ত্রী জবাব দিলো,ঠিক আছে আমি সতর্ক থাকবো। তবে তুমি কি লোকটির দু'একটি কথা একটু শুনে দেখবে? যা তোমার পুত্র মুয়াজ শোনায়।আমর ইবনুল জামুহ বলে উঠল, আরে সর্বনাশী!বলিস কি? মুয়াজ কি আমার অজান্তে বিধর্মী হয়ে গেছে।নেককার স্ত্রী স্বামীর কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,না না তা হবে কেন সে ওই দা'ঈর দুএকটি মজলিসে হাজির হয়েছিলো বলে তার দু'চারটা কথা মুখস্থ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে! ওকে

আমার কাছে ডাকো। পুত্র এসে হাজির হলে তিনি বললেন, ওই লোকটার দু-একটা কথা শোনাও তো দেখি। সে তখন মধুর সুরে সূরা ফাতিহা পড়ে শোনালো। আমর ইবনুল জামুহ বললেন, কি দারুন কথা!কি চমৎকার আর মধুময় কথা। আহা কি তাৎপর্যপূর্ণ বাণী!তার সব কথায় কি এই রকম? মুয়াজ বললেন, বাবা এর চাইতেও চমৎকার তার অন্যান্য কথা। পিতার ভাবান্তর ও কোমলতার আভাস পেয়ে পুত্র বলল, বাবা তুমি কি তার কাছে বায়াত নেবে? তোমার কওমের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে বায়াত নিয়ে ফেলেছে। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আমি আগে দেবী মানাতের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব।সে কি বলে, তারপর যা করার করব।মুয়াজ এবার সুযোগ বুঝে বলে বসলো,সে কি বলবে বাবা?ওর কি কোনো ক্ষমতা আছে না কিছু বলার,না কিছু শোনার, না কিছু ভাবার?কিছুরই কোনো ক্ষমতা নেই তার কাঠের মূর্তি মাত্র। বৃদ্ধ এবার রাগের সঙ্গে বললেন, বললাম না তোমাকে ওর পরামর্শ ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। আমর ইবনুল জামুহ চলে গেলেন দেবী মানাতের মন্দিরে। জাহেলী যুগের প্রথা মতে তারা যখন দেবীদের সাথে পরামর্শ করতে চাইতেন তার পিছনে বসাতেন কোন বৃদ্ধাকে। পূজারীরা যে উপদেশ বা পরামর্শ চাইতেন
তাদের ধারনা মতে দেবতারা সে উপদেশ বা পরামর্শ তা বৃদ্ধার অন্তরে উদয় করে দিত। যা বৃদ্ধা নিজের ভাষায় পূজারীকে জানিয়ে দিত। একই নিয়মে আমর ইবনুল জামুহ দেবী মানাতের পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধাকে পিছনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন মানাতের সম্মুখে নিজের ভীষণ খোঁড়া পা লম্বা করে বিছিয়ে সুস্থ পায়ের উপর পূর্ণ দেহের ভর দিয়ে অত্যন্ত কষ্টে বিনয়ের সঙ্গে দাড়ালেন।ইনিয়ে বিনিয়ে মানাতের নানারকম প্রশংসা করে নিজের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলেন,হে মানাত সন্দেহ নেই ইতিমধ্যে তুমি জেনে গেছো যে,
আহবানকারী লোকটি যে মক্কা থেকে এসেছে সে তুমি ছাড়া আর কারোর ক্ষতি করতে আসেনি। সে শুধু তোমাকে সে শুধু আমাকে তোমার পূজা থেকেই বিরত রাখার জন্য এসেছে।আমি তার অতি উত্তম ও চমৎকার কথা শোনার পরও তোমার সাথে পরামর্শ না করে তার হাতে বায়াত নিতে পছন্দ করি নি । অতএব তুমি এ বিষয়ে আমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দাও। কোন জওয়াব ই মানাতের কাছ থেকে এলোনা। বৃদ্ধা মহিলা নীরব রইলেন। আমর ইবনুল জামুহ বললেন,হে মানাত সম্ভবত তুমি আমার উপর রাগ করেছ। এরপর আমি আর এমন কিছুই করবো না যাতে তুমি কষ্ট পাও। আমার তাড়াহুড়া নেই এই কয়েক দিনের সুযোগ দিচ্ছি,তোমার রাগ পড়ে যাক।তারপর আমি আবার পরামর্শ করবো। আমর ইবনুল জামুহের পুত্ররা তাদের পিতার সঙ্গে দেবী মানাতের গভীর সম্পর্কের কথা জানত। তারা জানত যুগ-যুগান্তরের পূজা ও ভক্তি শ্রদ্ধার বদৌলতে ওই দেবী তাঁর পিতার বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয়েছে। তবে তাদের উপলব্ধিতে এটাও ধরা পড়েছিল যে পিতার অন্তরে দেবীর জন্য বদ্ধমূল ভক্তি-শ্রদ্ধার স্থানটি সন্দেহ ও দোদুল্যমনতার ঝাপটায় দুলতে শুরু করেছে।এখন তাদের কর্তব্য হলো একেবারে সেটাকে নির্মূল করে দেওয়া। কারণ সেটাই তার প্রকৃত ঈমান অর্জনের একমাত্র পথ। ওই লক্ষ্য স্থির করে আমর ইবনুল জামুহের পুত্ররা তাদের বন্ধু মোয়াজ ইবনে জাবাল কে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলায় প্রবেশ করল দেবীর মানাতের মন্দিরে। দেবী কে তুলে নিয়ে চলে গেল বনু সালামা গোত্রের নোংরা আবর্জনা ফেলার একটি গর্তের কাছে। সেখানে ওই আবর্জনার মধ্যে দেবীকে নিক্ষেপ করল। এবার তারা যার যার বাড়িতে

ফিরে এলো তাদের ব্যাপারে কেউ কিছু জানার পূর্বে। আমর ইবনুল জামুহ ধীরপায়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে পূজার উদ্দেশ্যে। দেবী মানাতকে না পেয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সকলকে গালাগাল দিয়ে বলতে শুরু করলেন,তোমরা সব গোল্লায় যাও রাতের অন্ধকারে কে আমার দেবী কে অপহরণ করল? এত বড় স্পর্ধা কার? কেউ এর দায়-দায়িত্ব স্বীকার করল না।বাড়ির ভেতরে বাহিরে তন্ন হয়ে তিনি খুঁজতে শুরু করলেন। রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ার মতো নিজে নিজে হুমকি-ধামকি আর শাসনের বাক্য উচ্চারণ করতে করতে দেবীকে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আবর্জনার গর্তের মধ্যে। উপর হয়ে পড়ে থাকা দেবীকে অতি যত্নের সঙ্গে ভক্তিভরে তুলে এনে গোসল করালেন,তেল, চন্দন মেখে তাকে আবারও যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে আবেগের সঙ্গে বললেন,আল্লাহর কসম!আমি যদি আগে জানতে পারতাম এমন বেয়াদবি কে করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তার সর্বনাশ করে ছাড়তাম।দ্বিতীয় রাতে আবারও সে তরুণ দল দেবী মানাতকে অপহরণ করলো। আগের মতো একই ভাবে তারা বনু সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে নিয়ে দেবী মানাতকে নিক্ষেপ করলো এবং যথারীতি সকল মানুষের অজ্ঞাতসারে যার যার বাড়ি চলে গেলো। সকালে বৃদ্ধ গিয়ে দেখলো দেবী যথাস্থানে নেই।তিনি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন আবর্জনা ফেলানোর সে গর্তে দেবী মানাত আবর্জনা আর মলমূত্র মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।তিনি ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে উঠালেন ও গোসল করিয়ে সুগন্ধি মেখে আবারও যথাস্থানে রেখে দিলেন।পুত্ররা দেবী মানাতের সঙ্গে এই কাজ প্রতিদিন রাতেই করতে থাকলো।আর আমর ইবনুল জামুহ ও প্রতিদিন সকালে আবর্জনার স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে আনতে থাকলেন।এভাবেই যেদিন তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন সেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে গেলেন দেবীর মন্দিরে নিজের তরবারি তার গলায় জুলিয়ে দিয়ে আবেগের সঙ্গে বললেন,হে মানাত! আল্লাহর কসম আমি জানি না কে করছে তোমার সঙ্গে এসব অপকর্ম। আজ আমার জন্য কোনো সাহায্য চাচ্ছি না, আজ আমার একটাই মিনতি তোমার যদি শক্তি সামর্থ্য থেকে থাকে তাহলে নিজেকে এই দূর্গতি থেকে রক্ষা করো। এই যে আমার তরবারি তোমাকে দিয়ে গেলাম এই বলে তিনি নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। যুবকেরা যখন নিশ্চিত হলো যে বৃদ্ধ ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছে। তারা ছুটে গেল মূর্তির কাছে তারা তার থেকে তরবারি বের করে নিল এবং মূর্তিকে বের করে এনে একটি মরা কুকুরের সাথে রশি দিয়ে বাঁধলো এবং বনু সালামার সেই আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করলো যেখানে প্রসাব-পায়খানা সব ভেসে এসে জমা হতো। সকালে যখন বৃদ্ধের ঘুম ভাঙলো এবং দেবীর ঘরে গিয়ে দেখলেন যে আজ ও দেবী উধাও।আবারও তিনি খুঁজতে বের হলেন,খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন আবর্জনার গর্তে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মরা একটি কুকুরের সঙ্গে বাধা এবং তার তরবারিটি গলার উপর থেকে খুলে ফেলা হয়েছে। এবার তিনি আর মানাতকে তুললেন না, সেখানে ফেলে রেখে চলে আসলেন এবং আক্ষেপের সঙ্গে আবৃত্তি করলেন,আল্লাহর কসম!তুমি যদি সত্যিকারের মাবুদ হতে তাহলে মরা কুকুরের সাথে বাধা অবস্থায় আবর্জনার মধ্যে এভাবে পড়ে থাকতে হতো না।এরপর আর বিলম্ব না করে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।আমর ইবনুল জামুহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ঈমানের এমন মিষ্টি স্বাদ পেলেন যা তাকে শিরকের বিশ্বাস নিয়ে কাটানো অতীতের প্রতিটি মূহুর্তের জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকলেন। ফলে তিনি নতুন দ্বীনের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।মন প্রাণ ও দেহের সবকিছু উজাড়

করে আল্লাহ ও তার রাসূলের
আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন, সন্তান ও সম্পদ।তার এই মন ও আবেগের কালে অল্প দিনের মধ্যে উহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। আমর ইবনুল জামুহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন,নিজের তিন পুত্র কিভাবে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি দেখলেন,তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাহাদাতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠছে।ফলে তার ঈমানী চেতনা জ্বলে উঠলো।
এবং তিনি চূড়ান্ত সংকল্প করে ফেললেন যে তাদের সঙ্গে তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পতাকা তলে জিহাদে শরিক হবেন। কিন্তু তরুণ পুত্ররা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে তাকে তার সংকল্প থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। কারণ তিনি বয়সের ভারে অতি জীর্ণ একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ।উপরন্তু তিনি অত্যন্ত খোঁড়া এক ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওজর কবুল করে নিয়েছেন।তিনি মাজুর ব্যক্তি এজন্য পুত্ররা তাকে বলল, হে পিতা আল্লাহ আপনাকে মাজুর বানিয়েছেন তাহলে কেন আপনি নিজেকে সে ঝুঁকিতে ঠেলে দিবেন যা থেকে আল্লাহ আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছে। বৃদ্ধ তাদের কথায় ভীষণ রেগে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর নিকট গিয়ে, পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন হে আল্লাহর নবী, আমার এই পুত্ররা আমাকে খোঁড়া বলে জিহাদের এই মর্যাদা থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখতে চাই। আল্লাহর কসম! আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে শহিদ হয়ে আল্লাহর কাছে জান্নাত পেতে চাই।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রদের কে বললেন,তাকে বাধা দিও না হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। রাসূলের নির্দেশ মেনে তারা আর পিতার পথ আটকালো না।
জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে আমর ইবনুল জামুহ স্ত্রীকে বিদায় জানালেন চিরতরে বিদায় ব্যক্তির মতো। এরপর কিবলামুখী হয়ে আসমানের দিকে দুহাত উঁচু করে উঠিয়ে বললেন,"আল্লাহুম্মার যুকনী শাহাদাহ, ওয়ালা তারদ্দানি ইলা আহলি খহইবা।"
হে আল্লাহ আমাকে তুমি শাহাদাতের মৃত্যু দিও,নিরাশ করে পরিবারের কাছে ফেরত দিও না।
হে আল্লাহ আমাকে তুমি শাহাদাতের মৃত্যু দিও,নিরাশ করে পরিবারের কাছে ফেরত দিও না
তিনি চলতে শুরু করলেন, তাকে বেষ্টন করে রাখল তার তিন পুত্র এবং সালামা গোত্রের বিরাট একদল মানুষ। উহুদের যুদ্ধ যখন প্রচন্ড রূপ নিল, মুশরিক বাহিনীর আক্রমণে মুসলিম বাহিনী এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। রাসূলকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে তারা যখন বিশৃঙ্খলভাবে এদিক সেদিক ছুটছিল ঠিক সে চরম মূহুর্তে দেখা গেল আমর ইবনুল জামুহ আর পিছনের পুত্র খাল্লাদ তারা দুজনে বিপরীত পক্ষ কুরাইশী বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন মরণ পণ করে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের সুস্থ পায়ের উপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলেন আর চিৎকার করে বলছিলেন,ইন্নি লামুস্তাকুন ইলাল জান্নাহ,ইন্নি লামুস্তাকুন ইলাল জান্নাহ। আমি জান্নাত চাই, আমি জান্নাত চাই।পিতা ও পুত্র রাসূলের দিকে ছুটে আসা আক্রমণকে প্রতিহত করতে করতে একসময় শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে পিতা ও পুত্র শাহাদাতের তামান্না পূরণ করে নিলেন। উহুদের যুদ্ধ যখন শেষ হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ এখানে শাহাদাত বরণকারীদের দাফন কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, এই শহিদদের রক্তমাখা ক্ষত বিক্ষত

দেহগুলো ওইভাবে দাফন করে দাও,কিয়ামতের ময়দানে আমি নিজেই তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে সাক্ষী হবো। কোন মুসলিম আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কেয়ামতের ময়দানে সে এমন ভাবেই উদিত হবে যেথা সে আঘাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্তের রং হবে জাফরাং এর মত এবং সুঘ্রাণ হবে মেশকে আম্বরের মতো। তারপর বললেন, আমর ইবনুল জামুহকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের সাথে একই কবরে দাফন করো। তারা ছিলেন এ দুনিয়ায় নির্ভেজাল আল্লাহর জন্য একে অপরকে মোহাব্বতকারী।আল্লাহ তাআলা আমর ইবনুল জামুহ ও উহুদের সকল শহীদদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাদেরকে কবুল করুন, তাদের কবরকে আলোকিত করুন।
সম্মানিত উপস্থিতি! আমর ইবনুল জামুহ এর মত বৃদ্ধ মানুষ খোঁড়া পা নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। খোঁড়া পায়ের ওজর তাকে জিহাদ ও শাহাদাতের ফযিলত থেকে বিরত রাখতে পারেনি।তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জিহাদে যাওয়া থেকে আমাকে বারণ করবেন না। আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। অথচ আজকে আমরা সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের মত ফযিলত পূর্ণ আমল থেকে বিরত থাকতে চাই,শাহাদাতের মৃত্যুকে ভয় পাই।আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমর ইবনুল জামুহের মতো শহীদ হিসেবে কবুল করুক।
আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।